সফটওয়্যারের কারুকাজ

উইন্ডোজ ৭-এর কিছু টিপ

উইন্ডোজের সর্বশেষ ভার্সন উইন্ডোজ ৮.১ হলেও জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম হলো উইন্ডোজ ৭। তাই উইন্ডোজ ৭-এর ভিত্তিতে নিচে কিছু টিপ তুলে ধরা হলো :

উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ারের ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা

Start-এ গিয়ে টাইপ করুন Regedit। এর ফলে রেজিস্ট্রি এডিটর ওপেন হবে।

রেজিস্ট্রি এডিটরে গিয়ে টাইপ করুন HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preference.

LibraryBackgroundImage কী-তে ডাবল ক্লিক করুন এবং ০ থেকে ৬-এর মাঝে ভ্যালুগুলোর মধ্য থেকে একটি এন্টার করুন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি নম্বরই একেকটি ব্যাকগ্রাউন্ড উপস্থাপন করে।

হিডেন থিমে অ্যাক্সেস করা

উইন্ডোজ ৭-এর সাথে বান্ডেল আকারে প্রচুরসংখ্যক থিমের সেট দেয়া হয়নি। নিচে বর্ণিত টিপ অনুসরণ করে উইন্ডোজ ৭-এ থিম ব্যবহার করা যায়, যেগুলো আমাদের জন্য সেট করা হয়নি। এ কাজটি করার জন্য সার্চ বক্সে C:\Windows\Globalization\MCT টাইপ করে এন্টার চাপুন। এর ফলে থিমের কিছু ফোল্ডার দেখতে পাবেন, যেগুলো অন্যান্য দেশের জন্য তৈরি। যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।

ট্রাবলশুট করা

যদি উইন্ডোজ ৭-এর কোনো অংশ অদ্ভুত আচরণ করে এবং আপনি যদি না জানেন কেনো এমনটি হচ্ছে, তাহলে Control Panel→Find and Fix problems (বা Troubleshooting)-এ ক্লিক করুন নতুন ট্রাবলশুটিং প্যাকে অ্যাক্সেস করার জন্য। এগুলো খুব সহজ ধরনের উইজার্ড, যা সাধারণ সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে, সেটিং চেক করতে পারে, সিস্টেম ক্লিন আপসহ আরও অনেক কাজ করতে পারে।

নেটবুকে পেনড্রাইভ বা ফ্ল্যাশড্রাইভ দিয়ে উইন্ডোজ ৭ ইনস্টল করা

পেনড্রাইভ বা ফ্ল্যাশড্রাইভ দিয়ে নেটবুকে উইন্ডোজ ৭ ইনস্টল করার জন্য দরকার একটি ৪ গিগাবাইটের পেনড্রাইভ। পেনড্রাইভটির ফরম্যাট হতে হবে ফ্যাট৩২ ফাইল সিস্টেমে। এজন্য পেনড্রাইভে একটি আইএসও ইমেজ কপি করুন xcopy d:\ e:\ /d /e কমান্ড দিয়ে। এখানে d: হলো একটি ডিভিডি ড্রাইভ, যা ধারণ করে উইন্ডোজ সিডি, e: হলো ওপেন পেনড্রাইভ লোকেশন। এটি তৈরি করবে একটি বুটেবল পেনড্রাইভ, যা দিয়ে আপনি খুব সহজে নেটবুকে উইন্ডোজ ৭ ইনস্টল করতে পারবেন।

শিউলি আক্তার
সাতমাথা, বগুড়া

হার্ডড্রাইভের গতি বাড়ানো

স্লো সাইকেল বা ডিফল্ট আইআরকিউ (Interrupt Request) সেটিং সমস্যার জন্য হার্ডড্রাইভের গতি মন্থর হয়ে যায়। এর ফলে কমপিউটার ধীরগতির হয়ে পড়ে। এ সমস্যার সমাধানে হার্ডড্রাইভের গতি বাড়াতে প্রথমে Start থেকে Run-এ যেতে হবে। Run বক্স ওপেন হওয়ার পর সেখানে sysedit.exe লিখে এন্টার বাটন চাপতে হবে। নতুন System Configuration Editor নামের একটি উইন্ডো কয়েকটি সাবউইন্ডো নিয়ে ওপেন হবে। এখন উইন্ডো থেকে C:Windows\System.ini উইন্ডোটি নির্বাচন করতে হবে। এ উইন্ডো থেকে (driver 32) ট্যাবের নিচে থাকা 386enh অপশনটির নিচের বক্সে irq14=4096 টাইপ করে ওপরে File অপশন থেকে সেভ করতে হবে। উইন্ডোগুলো থেকে বের হয়ে এসে কমপিউটার রিস্টার্ট করতে হবে। এখানে ৪০৯৬ মূলত ৪ মেগাবাইট বাফারকেই বোঝানো হয়েছে।

উইন্ডোজ ৮-এ ডেস্কটপ থেকে ডিস্ক স্ক্যান করা

উইন্ডোজ ৮-এ ডেস্কটপ থেকে ডিস্ক স্ক্যান করা যায়। এজন্য C ড্রাইভে Windows ফোল্ডারের ভেতর System 32 ফোল্ডারে প্রবেশ করে CMD.EXE ফাইলের শর্টকাট তৈরি করুন। এবার আইকনটির ওপর ডান বাটন ক্লিক করে Run As Administrator-এ ক্লিক করে প্রদর্শিত উইন্ডোতে Yes চেপে উইন্ডোর মধ্যে CHKDSK C:/F বা CHKDSK C:/K লিখে এন্টার চাপলেই ডিস্ক স্ক্যান শুরু হবে।

কার্তিক দাস
পূর্ব মেরুল, বাড্ডা, ঢাকা

মাইক্রোসফটের ডিফল্ট ফন্ট পরিবর্তন করা

মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যখনই কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করা হয়, তখন ওয়ার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে ফন্ট ব্যবহার করে তা ডিফল্ট ফন্ট হিসেবে স্বীকৃত। এ ডিফল্ট ফন্টকে ইচ্ছে করলে পরিবর্তন করতে পারেন। ফলে যখনই কোনো নতুন ডকুমেন্ট ওপেন বা তৈরি করবেন, তখন তা এই ফন্টে তৈরি হবে।

প্রথমে Normal template-এর ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করুন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ার্ড ডিফল্ট হবে, যখনই প্রোগ্রাম চালু করা হবে বা নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করা হবে।

এবার Home ট্যাবে গিয়ে Styles সেকশনে Normal box অপশনে ডান ক্লিক করুন (ম্যাকে কন্ট্রোল ক্লিক করুন)। এরপর Modify সিলেক্ট করুন। এর ফলে Modify Style ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে। এরপর আপনার কাঙ্ক্ষিত ফন্ট সাইজ বেছে নিন।

এবার নিশ্চিত হয়ে নিন যে ওকে করার আগে আপনি 'New documents based on this template' সিলেক্ট করেছেন (ম্যাকের ক্ষেত্রে হবে 'Add to template')। এরপর যখনই আপনি নতুন ডকুমেন্ট শুরু করবেন বা ওয়ার্ড চালু করবেন, তখন ফন্ট হবে আপনার সিলেক্ট করা একটি।

নোটিফিকেশন টার্ন অফ করা

উইন্ডোজ ৮.১-এ নোটিফিকেশন ছাড়া কাজ করার জন্য PC Settings→Search & apps-এ গিয়ে নিশ্চিত করুন যে Quiet Hours সুইচ যেনো অন থাকে। এরপর বেছে নিতে পারবেন কোন সময়ে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।

স্কাইড্রাইভকে নিয়ন্ত্রণে আনা

উইন্ডোজ ৮.১-এ স্কাইড্রাইভকে সমন্বিত করা হয়েছে। এখানে স্টোর হওয়া ফাইলগুলোকে অন্যান্য ক্যাটাগরির পাশাপাশি লিস্টেড করা হয়, যেমন ডাউনলোড ও ডকুমেন্টস। ক্লাউড স্টোরেজ হলো ওইসব ফাইলের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, যারা ফাইলগুলো মাল্টিপল মেশিনে ব্যবহার করে। আপনি ইচ্ছে করলে সব ফাইল ক্লাউডে নাও রাখতে পারেন।

আপনার অনুমতি ছাড়া উইন্ডোজ ৮.১ ক্লাউডে কোনো উপাদান স্টোর করবে না তা নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে go to PC Settings অপশন। এখানে ক্লাউড স্টোরেজ টুলের জন্য সেটিংস রয়েছে, যা নির্দিষ্ট করবে এটি বাই ডিফল্ট এনাবল থাকবে কি না। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট করে কীভাবে নির্দিষ্ট ধরনের কনটেন্ট হ্যান্ডেল হয়।

স্কাইড্রাইভ হার্ডড্রাইভের স্পেস সেভ করার চেষ্টাও করে 'Smart Files'। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্টারনেট সংযোগ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি একটি চমৎকার ফিচার। সুতরাং নিশ্চিত হয়ে নিন যে সব স্কাইড্রাইভ ফাইলে অ্যাক্সেসযোগ্য। যখন এগুলো আপনার দরকার হবে, তখন যেতে হবে Windows Explorer→Right Click SkyDrive→Select Make Available Offline। এটি ক্লাউডে স্টোর হওয়া সব ফাইল ডাউনলোড করবে এবং সেগুলো লোকালি সেভ হবে।

অজয় কুমার সরকার
গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপসের লেখককে যথাক্রমে ১,০০০, ৮৫০ ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপ্স ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যায় প্রোগ্রাম/টিপসের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে– **শিউলি আক্তার, কার্তিক দাস ও অজয় কুমার সরকার।**